করোনা বিপর্যয়: মুসলিমদের দৃষ্টিকোণ এবং করণীয়

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾ ৩:১০২ ওহে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ্‌কে ভয়-শ্রদ্ধা করো যেমন তাঁকে ভয়ভক্তি করা উচিত, আর তোমরা প্রাণত্যাগ করো না আত্মসমর্পিত না হয়ে।

আল্লাহ্ অবশ্যই পরীক্ষা করেন....

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ২:১৫৫ আর আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের পরীক্ষা করবো কিছু ভয়, আর ক্ষুধা দিয়ে, আর মাল-আসবাবের, আর লোকজনের আর ফল-ফসলের লোকসান ক'রে। আর সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের --

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾ ৪৭:৩১ আর আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের যাচাই করব যতক্ষণ না আমরা জানতে পারি তোমাদের মধ্যের কঠোর সংগ্রামশীলদের ও অধ্যবসায়ীদের, আর তোমাদের খবর আমরা পরীক্ষা করেছি।

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾ ৬৭:২ যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদের যাচাই করতে যে তোমাদের মধ্যে কে কাজকর্মে উত্তম। আর তিনি মহাশক্তিশালী, পরিত্রাণকারী;

বিপর্যয় মানুষের হাতের কামাই

এই বিপর্যয় মানুষের হাতের কামাই। কৃত অপকর্মের অনেকাংশ আল্লাহ্ ক্ষমা করে অবকাশ দেন। যার ফলশ্রুতিতে অপকর্মের সাথে সাথে পরিস্থিতির সম্মূখীন হতে হয় না। মানুষ যখন সীমা লংঘনের সীমা ক্রমাগত লংঘন করে তখন তাদের উপর সীমিত আকারে বিপর্যয় আল্লাহ্'র অনুমতিক্রমে নাজিল হয়, যাতে করে তারা নিজেদের সংশোধন করে দুনিয়া এবং আখিরাতে সফল হতে পারে। বর্ণিত হয়েছে কুরআনে:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ ৩০:৪১ বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল স্থলে ও জলে মানুষের হাত যা অর্জন করেছিল তার ফলে, যেন তিনি তাদের আস্বাদন করাতে পারেন যা তারা করেছিল তার কিছুটা, যাতে তারা হয়তো ফিরে আসতে পারে।

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّـهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٣١﴾ ৪২:৩০ আর বিপদ-আপদের যা তোমাদের আঘাত করে তা তো তোমার হাত যা অর্জন করেছে সে-জন্য, আর তিনি অনেকটা ক্ষমা করে দেন। ৩১. আর তোমরা পৃথিবীতে এড়িয়ে যেতে পারবে না। আর আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তোমাদের জন্য কোনো অভিভাবক নেই আর সাহায্যকারীও নেই।

মানুষ প্রথম আল্লাহ্'র দেয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে, অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর নেয়ামত তুলে নেন:

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّـهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۙ وَأَنَّ اللَّـهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾ ৮:৫৩ এ এজন্য যে আল্লাহ্ অনুগ্রহ পরিবর্তনকারী হোন না যা কোনো জাতির প্রতি তিনি অর্পণ করেছেন, যতক্ষণ না তারা নিজেরা সে- সব বদলিয়ে ফেলে। আর আল্লাহ্ নিঃসন্দেহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।

وَضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّـهِ فَأَذَاقَهَا اللَّـهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾ ১৬:১১২ আর আল্লাহ্ একটি উপমা ছুড়ঁছেন -- একটি শহর যা নিরাপত্তায় ও নিশ্চিন্তে ছিল, এর রিযেক সব দিক থেকে প্রচুর পরিমাণে এর কাছে আসত, তারপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহাবলী সম্বন্ধে সে অকৃতজ্ঞ হলো, কাজেই তারা যা করে চলেছিল সেজন্য আল্লাহ্ তাকে আস্বাদন করালেন ক্ষুধার আবরণ দিয়ে ও ভয় দিয়ে।

আল্লাহ্ প্রত্যেক মানুষের সাথে বডি গার্ড দিয়েছেন। আল্লাহ্'র সাথে সম্পর্ক শক্তিশালী করুণ এবং নিজের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টাটি দিন। এটিই কল্যাণের একমাত্র উপায়।

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّـهِ ۗ إِنَّ اللَّـهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ ﴿١١﴾ وَإِذَا أَرَادَ اللَّـهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾ ১৩:১১ তাঁর জন্য প্রহরী রয়েছে তাঁর সম্মুখভাগে ও তাঁর পশ্চাদভাগে, ওরা তাঁকে রক্ষণাবেক্ষণ করে আল্লাহ্র আদেশক্রমে। আল্লাহ্ অবশ্যই কোনো জাতির অবস্থায় পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেরাই তা পরিবর্তন করে। আর যখন আল্লাহ্ কোনো জাতির জন্য অকল্যাণ চান তখন তা রদ করার উপায় নেই, আর তাদের জন্য তিনি ছাড়া কোনো অভিভাবক নেই।

13:11 Each person has guardian angels before him and behind, watching over him by Allah's command. Allah does not change the condition of a people [for the worse] (Cf. 8: 53; 16: 112.) unless they change what is in themselves, but if He wills harm on a people, no one can ward it off— apart from Him, they have no protector.

আল্লাহ্'র অনুমতি ছাড়া কিছুই ঘটে না.....

قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّـهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾ ৯:৫১ বলো -- "আল্লাহ্ আমাদের জন্য যা বিধান করেছেন তা ব্যতীত কিছুই আমাদের উপরে কখনো ঘটবে না। তিনিই আমাদের রক্ষক, আর আল্লাহ্র উপরেই তবে মুমিনরা নির্ভর করুক। Say, "Never will we be struck except by what Allah has decreed for us; He is our protector." And upon Allah let the believers rely.

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّـهِ ۗ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّـهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّـهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾ ৬৪:১১ কোনো বিপদ আপতিত হয় না আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত। আর যে কেউ আল্লাহ্তে বিশ্বাস করে তিনি তার হৃদয়কে সুপথে চালিত করেন। আর আল্লাহ্ সব-কিছু সম্বন্ধে সর্বজ্ঞাতা।

وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٥٩﴾ ৬:৫৯ আর তাঁরই কাছে অদৃশ্যের চাবিকাঠি রয়েছে, কেউ তা জানে না তিনি ছাড়া। আর তিনি জানেন যা আছে স্থলদেশে ও সমুদ্রে। আর গাছের এমন একটি পাতাও পড়ে না যা তিনি জানেন না, আর নেই একটি শস্যকণাও মাটির অন্ধকারে, আর নেই কোনো তরতাজা জিনিস অথবা শুকনোবস্তু -- যা রয়েছে সুস্পষ্ট কিতাবে।

জালিম এবং মাজলুম সবাই আযাবের সম্মুখীন হয়.....

Collective punishment and individual punishment.....

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾ ৮:২৫ আর ধর্মভীরুতা অবলম্বন করো সেই বিপদ সম্বন্ধে যা তোমাদের মধ্যের যারা অত্যাচারী শুধুমাত্র তাদের উপরেই পড়ে না। আর জেনে রেখো যে আল্লাহ্ আলবৎ প্রতিফল দানে কঠোর।

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾ ৩২:২১ আর আমরা অবশ্যই লঘু শাস্তি থেকে তাদের আস্বাদন করাব বৃহত্তর শাস্তির উপরি, যেন তারা ফিরে আসে।

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَـٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ ৬:৪৩ তবে কেন, যখন আমাদের থেকে দুর্দশা তাদের উপরে এসেছিল, তারা বিনত করল না? পরন্ত, তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে উঠল, আর শয়তান তাদের কাছে চিত্তাকর্ষক করে তুললো যে-সব তারা করে যাচ্ছিল।

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿٩٤﴾ ৭:৯৪ আর আমরা কোনো জনপদে কোনো নবী পাঠাইনি তাদের বাসিন্দাদের দুঃখ ও দুর্দশা দিয়ে পাকড়াও না-ক'রে, যেন তারা নিজেরা বিনয়াবনত হয়।

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾ ২১:৩৫ প্রত্যেক সত্ত্বাকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। আর আমরা তোমাদের পরীক্ষা করি মন্দ ও ভাল দিয়ে যাচাই ক'রে। আর আমাদের কাছেই তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে।

করোনা বিপর্যয় থেকে উদ্ধার পাবেন কীভাবে ?

করোনা বিপর্যয় থেকে উদ্ধারের প্রথম এবং সবচেয়ে জরুরী ধাপ হলো আল্লাহ্'র কাছে কৃত অপকর্মের জন্য একনিষ্ঠভাবে ক্ষমা চাওয়া। সবধরণের অপকর্ম বন্ধ করে তাওবা করা। বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সামর্থ অনুযায়ী যৌক্তিক প্রচেষ্টা নেয়া। এই বিপর্যয়ের সম্পূর্ন নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাতে। যারা প্রকৃতভাবে ক্ষমা চাইতে পারবে তার নিস্কৃতি পাবে ইন-শায়া-আল্লাহ্। কুরআনে আল্লাহ্ তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

وَمَا كَانَ اللَّـهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّـهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾ ৮:৩৩ আর আল্লাহ্ তাদের শাস্তি দেবেন না যতক্ষণ তুমি তাদের মধ্যে রয়েছো **আর আল্লাহ্ এরূপ নন যে তিনি তাদের শাস্তিদাতা হবেন যখন তারা ক্ষমা প্রার্থনা করো**

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّـهِ ۗ إِنَّ اللَّـهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّـهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾ ১৩:১১ তাঁর জন্য প্রহরী রয়েছে তাঁর সম্মুখভাগে ও তাঁর পশ্চাদভাগে, ওরা তাঁকে রক্ষণাবেক্ষণ করে আল্লাহ্র আদেশক্রমে। আল্লাহ্ অবশ্যই কোনো জাতির অবস্থায় পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেরাই তা পরিবর্তন করে। আর যখন আল্লাহ্ কোনো জাতির জন্য অকল্যাণ চান তখন তা রদ করার উপায় নেই, আর তাদের জন্য তিনি ছাড়া কোনো অভিভাবক নেই।

ক্ষমা চাওয়া এবং সংশোধিত হওয়া

এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কীভাবে আল্লাহ্'র কাছে ক্ষমা চাইতে হবে ? মুখে শত হাজার লক্ষ বার "আমি আল্লাহ্'র কাছে ক্ষমা চাচ্ছি"/ "আসতাগফিরুল্লাহ্" বললেই কী ক্ষমা চাওয়া সম্পন্ন হবে, যা আমাদের আযাব থেকে মুক্তি দেবে ? সাধারণ কমন সেন্স হলো ক্ষমা চাওয়ার স্বাভাবিক বিষয় হলো যে, ভুল স্বীকার করা, ভুলের জন্য অনুতপ্ত হওয়া, ভুলের জন্য ক্ষমা চাওয়া, ভুলটি করা বন্ধ করা এবং ভবিষতে তা পূনরায় করা বন্ধ করার দৃঢ় সংকল্প করা। মুলত সেটাই করতে হবে। এটি লিপ সার্ভিস নয়। ক্ষমা চাওয়া সংক্রান্ত কুরআনের আরেকটি শব্দ হল তাওবাহ্ করা। কুরআনে আল্লাহ্ স্পষ্ট করে বলেছেন:

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٨﴾ ৪:১৮ আর তওবা তাদের জন্য নয় যারা কুকর্ম করেই চলে, যে পর্যন্ত না মৃত্যু তাদের কোনো একের কাছে হাজির হলে সে বলে -- "আমি অবশ্যই এখন তওবা করছি", তাদের জন্যও যারা মারা যায় অথচ তারা অবিশ্বাসী থাকে। তারাই -- তাদের জন্য আমরা তৈরি করেছি ব্যথাদায়ক শাস্তি।

ফলে ক্ষমা চাওয়ার বিষয়গুলো হলো:

(১) ভুল স্বীকার করা।

(২) ভুলের জন্য অনুতপ্ত হওয়া।

(৩) দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে ক্ষমা চাইতে হবে প্রথমত আল্লাহ্'র কাছে। অপকর্মে যদি কারো অধিকার হরণ হয়, তাদের কাছেও ক্ষমা চাইতে হবে।

(৪) ভুল কাজটি বন্ধ করে সঠিক কাজটি করা।

(৫) ভবিষতে উক্ত ভুলের পুনরাবৃত্তি বন্ধ করার দৃঢ় অঙ্গীকার করা এবং তা বাস্তবায়ন করা।

(৬) ভুল সংশোধন করে ভালকাজগুলো করায় বিশেষ উদ্যোগী হওয়া।

এখন বিশ্লেষণ করা উচিত আমরা কী ভুল/অন্যায়/পাপ করছি। ব্যক্তিগত ভাবে, পারিবারিকভাবে, সামাজিকভাবে, জাতিগতভাবে, রাষ্ট্রগতভাবে এবং সমগ্রমানবজাতিগতভাবে আমরা কী ধরণের অপকর্মে অব্যস্ত হয়ে গেছি তা প্রথমে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই অন্যায়

আচরণে দুইধরণের বিষয় ঘটছে। প্রথমত আমাদের প্রভু, প্রতিপালক, স্রষ্টা আল্লাহ্'র সাথে অন্যায় আচরণ হচ্ছে এবং দ্বিতীয়ত আল্লাহ্'র সৃষ্টির সাথে অন্যায় আচরণ হচ্ছে।

- বর্তমানে মানুষ ব্যক্তি থেকে শুরু করে সামষ্টিক জীবনে আল্লাহ্'র অবাধ্যতায় নিয়োজিত রয়েছে এবং এটাই সাভাবিক বিষয় হিসেবে মনে করছে। এখান থেকে ফিরে আসা অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়।
- মানুষ অন্য মানুষের অধিকার হরণের বিষয়টি এখন সাধারণ বিষয় হিসেবে মনে করছে। যা পূর্বের সব সীমা অতিক্রম করেছে।
- মানুষ আল্লাহ্ অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি অন্যায় আচরণ সীমাহীনভাবে বাড়িয়েছে।

কেউ সরাসরি অন্যায়ের সাথে জড়িত এবং কেউ তা সহ্য করছি নিরবে এবং যা সময়ে পরিণত হচ্ছে সাভাবিক ঘটনা।

দোয়া সমূহ:

أَسْتَغْفِرُ الله আমি আল্লাহ্'র নিকট ক্ষমা চাচ্ছি।

ফরজ এবং মাগরিবের সলাহর পর সায়্যিদুল ইস্তেগফার।

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ **There is no might nor power except with Allah.**

لَّا إِلَـهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ২১:৮৭ "তুমি ছাড়া অন্য উপাস্য নেই, তোমারই সব মহিমা, আমি নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছি।''

Dua for protection from every evil that brings harm

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التّامّاتِ مِن شَرّ مَا خَلَقَ

I seek protection in the perfect words of Allah from every evil that has been created (Sahih Muslim)

Dua for protection against every kind of harm

بِسْمِ اللهِ الّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السّمَاءِ وَهُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ

In the Name of Allah with Whose Name there is protection against every kind of harm in the earth or in heaven, and He is All-Hearing and All-Knowing (Sunan Abu Daud)

ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, নাবী (সা.) ফজর ও মাগরিবে নিম্নের দু'আ পাঠ করতেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،

হে আল্লাহ্ ! দুনিয়া ও আখিরাতে আমাকে ক্ষমা কর এবং নিরাপত্তা দান কর।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي، وَمَالِي،

হে আল্লাহ্ ! আমাকে ক্ষমা কর এবং সন্মান দাও আমার দ্বীনের ক্ষেত্রে এবং দুনিয়ার ক্ষেত্রে এবং পরিবার ও সম্পদের ক্ষেত্রে।

اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي،

হে আল্লাহ্! আমার সমস্ত গোপন জিনিসকে ঢেকে রাখ এবং আমার অন্তরে নিরাপত্তা ও শান্তি দাও।

اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي

হে আল্লাহ্! আমাকে হিফাযত কর সম্মুখ হতে ও পিছন হতে, ডান হতে ও বাম হতে এবং উপর হতে। তোমার বড়ত্বের দোহাই দিয়ে আরো চাচ্ছি যে, আমাকে ভূমিকম্প ও ভূমি ধ্বসের হাত হতে রক্ষা কর।

Sahih Ibn Majah 2/332 and Abu Dawud. (আবু দাউদ ও ইবনে মাজা সহীহ)

" اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ "

O Allah, I seek refuge in Your pleasure from Your wrath, In Your forgiveness from Your punishment, and in You from You, I cannot praise You enough, You are as You have praised Yourself. Jami` at-Tirmidhi 3566